প্রথম আলো

তারিখ 28 FEB 2018
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

মাধ্যমিকে ৪১ শতাংশ ছাত্রী ঝরে পড়ছে

ব্যানবেইসের জরিপ

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

ষষ্ঠ শ্রেণিতে যত ছাত্রী ভর্তি হয়, তাদের ৪১ দশমিক ৫২ শতাংশই মাধ্যমিক (এসএসসি) শেষ করার আগে ঝরে পড়ে। ছাত্রীদের ঝরে পড়ার এই হার ছাত্রদের চেয়ে ৮ দশমিক শূন্য ৯ শতাংশ বিন্দু বেশি।

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরোর (ব্যানবেইস) বার্ষিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান জরিপ ২০১৭-এ এই তথ্য উঠে আসে। তবে ব্যানবেইসের তথ্য বলছে, গত ১০ বছরে দুই-এক বছর ব্যতিক্রম ছাড়া ঝরে পড়ার হার ধারাবাহিকভাবে কমছে।

গতকাল মঙ্গলবার রাজধানীতে ব্যানবেইস ভবনে এক অনুষ্ঠানে জরিপের সারসংক্ষেপ তুলে ধরেন সংস্থাটির পরিসংখ্যান বিভাগের প্রধান মো. শামছুল আলম।

মাধ্যমিকে মোট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আছে ২০ হাজার ৪৬৭টি। এগুলোতে মোট ছাত্রছাত্রী ১ কোটি ৩ লাখ ৩০ হাজার ৬৯৫ জন। এর মধ্যে ৫৪ দশমিক শূন্য ২ শতাংশ ছাত্রী। হার বেশি হলেও ঝরে পড়ার ক্ষেত্রেও ছাত্রীরাই এগিয়ে: মাধ্যমিকে ঝরে পড়ার গড় হার ৩৭ দশমিক ৮১ শতাংশ। যার মধ্যে ছাত্রীদের হার ৪১ দশমিক ৫২ এবং ছাত্রদের হার ৩৩ দশমিক ৪৩ শতাংশ।

অনুষ্ঠানে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেন, দারিদ্র্য একটি বড় কারণ ছিল। তবে সেটাও কমেছে। ব্যানবেইসের পরিচালক মো. ফসিউল্লাহ সাংবাদিকদের বলেন, বাল্যবিবাহসহ বিভিন্ন বাধা আছে।

২০১১ সালে মাধ্যমিকে ঝরে পড়ার ওপর ব্যানবেইসের জরিপে বলা হয়েছিল, অভিভাবকদের নিম্ন আয়, বাল্যবিবাহ ও দারিদ্র্য ছাত্রীদের ঝরে পড়ার অন্যতম কারণ। তাতে বলা হয়েছিল যেসব মেয়ের বাল্যবিবাহ হয়ে যায়, তাদের ৯০ শতাংশই ঝরে পড়ে।

তবে মাধ্যমিকে ঝরে পড়ার হার উদ্বেগজনক হলেও প্রাথমিক এবং উচ্চমাধ্যমিকের চিত্রটি তুলনামূলকভাবে ভালো। এখন প্রাথমিকে গড় ঝরে পড়ার হার ১৮ দশমিক ৮৫ শতাংশ এবং উচ্চমাধ্যমিকে এই হার ১৯ দশমিক ৮৯ শতাংশ।

ব্যানবেইসের তথ্য বলছে, মাধ্যমিকে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর অনুপাত এখন ১: ৪২। শিক্ষানীতি অনুযায়ী এই অনুপাত ১: ৩০ হওয়ার কথা।